পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন
সি আই টি ইউ অনুমোদিত

ডব্লিউ.এম.ইউ/সিসি/১০/২৫/ ০৭/০৫/২০১২

মাননীয়
সভাপতি ও **পরিচালন অধিকর্তা**
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যু**ৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড**
বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবন,বিধান নগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯৮

যথাযথ মাধ্যমে প্রেরিত

বিষয় : শিল্প ও কর্মীস্বার্থ বিষয়ক বিভিন্ন দাবী সনদ

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত সময়ে বেশ কয়েক বার প্রধানত শিল্পস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং কর্মীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীসমূহ সমন্বিত করে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্যাগুলির ইতিবাচক অগ্রগতি আমাদের নজরে আসেনি। তাই বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের শিল্পস্বার্থ বিষয়ে কিছু কথা পুনরায় বলতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সংস্থার আর্থিক বিপন্নতা যা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।সাময়িক কিছুটা ভাল হলেও যেহেতু বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক স্থিরীকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্রা অনুযায়ী ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না,ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কম রাখা, জ্বালানি হিসাবে তেল ও কয়লার ব্যবহার কমানো,অক্জিলারি কঞ্জাম্পশন কমানো, পাশাপাশি রেলের ড্যামারেজ কমানো, নির্মীয়মান প্রকল্পের কাজ নির্দ্ধারিত সময়ে সম্পাদন,নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ শুরু, বিদ্যু কেন্দ্রগুলির পুরাতন ইউনিটগুলির প্রয়োজনীয় নবরূপ দান ও আধুনিকীকরণ, চালু বিদ্যুকেন্দ্রগুলিতে ইউনিটগুলির নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওভারহলিং, মেন্টেনেন্স প্ল্যানিং-এর সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আবাসন সহ সাগরদিঘি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পরিকাঠামো গড়ে তোলা,বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে চুরি-দুর্নীতির নিরসন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ পাশাপাশি পাওয়া প্লানটগুলিতে বহিরাগতদের দ্বারা কর্মচারী, অফিসার ইঞ্জিনীয়ার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে সাফল্য আসেনি।

যদিও ভাল কয়লা জোগানের ফলে ডিসেম্বর(2010) মাসের শেষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুটা ভাল হলেও আর্থিক দুরবস্থাজনিত কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং বয়লার গঠন মান অনুযায়ী কয়লা সরবরাহ করতে না পারায় জুন (২০১০) মাস থেকে আবার বিদ্যু উৎপাদন কমতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমকে বিদ্যুতের বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলার প্রশ্নে ব্যর্থতা শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে, প্রধানত শিল্পের উন্নয়ন করতে না পারার জন্য।পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বিগত বৎসরগুলিতে লাভ করলেও ২০১১-২০১২ অর্থবর্ষে বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে বলে আমাদের অনুমান।

কর্মীরা তাদের বকেয়া পাওনা সময় মত পাচ্ছেনা। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ উপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে মানুষকে লোড শেডিং-এর কবলে পরতে হবে আগামী দিনে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে বয়লারের গঠনমান অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ কয়লা যোগানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। প্রাপ্ত কোল ব্লকগুলিকে অদ্যাবধি কয়লা উত্তোলনক্ষম হিসাবে গড়ে তোলা যায়নি।কোল ব্লকগুলি কাজে লাগাতে পারলে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কম হত।গ্রাহকরা বিদ্যুতের দামের ক্ষেত্রে কিছুটা সুহারা পেত।

অপরদিকে কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা কর্মীদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। বাড়ী নির্মাণ ঋণ লোন পরিশোধ হলেও দলিল ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না, কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই। প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব সমস্যা সৃষ্টি করছে।
তাই এই অচল অবস্থা কাটিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যাপক উদ্যোগ গড়ে তুলতে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীগুলির সফল রূপায়নের জন্য আপনার নিকট স্মারকলিপি পেশ করছি।

১) বিদ্যুৎ শিল্পের বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা দক্ষতা সহকারে ও সক্ষমভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংস্থাটির সরকারী মালিকানার চরিত্র বজায় থাকে।

২) সান্তালডি কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ ইউনিটটির অসমাপ্ত কাজ অবিলম্বে সম্পাদন করতে হবে।

৩) প্রস্তাবিত সাগরদিঘী কেন্দ্রের ২য় পর্যায়ের নির্মান কাজ নির্দ্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা এবং সান্তালডি কেন্দ্রের ৭ম এবং ৮ নং ইউনিটের নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে শুরুর বিষয়ে পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।

৪) দুর্ঘটনার জন্য শুধুমাত্র অনুসন্ধান কমিটি গঠন করাই যথেষ্ট নয়, কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের দায় সুনির্দিষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের স্টেশন হীট রেট, পি.এল.এফ., অক্সিলারি পাওয়ার কনজাম্পশান, স্পেশিফিক অয়েল কনজাম্পশন পঃবঃ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ঘোষিত মাত্রা বজায় রাখার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৬) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে উপযুক্ত মানে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। স্পেয়ার পার্টস ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি ঘটাতে হবে।

৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে (বাণিজ্যিক সফলতা সহ) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহের মেন্টেন্যান্স প্ল্যানিং বিভাগগুলির সময়োপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহের নবরূপদান ও আধুনিকীকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ রূপায়নের কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

৯) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিগুলির আধুনিকীকরণের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

১০) প্রাপ্ত কোল ব্লকগুলিকে দ্রুততার সাথে কয়লা উত্তোলনক্ষম করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কয়লার যোগান পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। নতুন ব্লক পাওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১) বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সহ সমস্তরকম কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত উৎকর্ষতা / মানক সংগঠন (ষ্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন) গড়ে তুলতে হবে।

১২) আমরা দৃঢ়ভাবেই মনে করি ব্যান্ডেল কেন্দ্রের ৫ম ইউনিটের নবরূপদান ও আধুনিকীকরণ প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিগমের আর্থিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকল্পটিকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। **অন্য** বিদ্যু কেন্দ্র**গুলির** পুরাতন ইউনিটগুলির নবরূপদান ও আধুনিকীকরণের **কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে**

১৩) শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য না দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদেরও নিযুক্ত (ডেপ্লয়মেন্ট) করতে হবে।

১৪) বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কর্পোরেট কার্যালয় ও সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে চুরি দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ সহ নিগমে কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি অ্যান্ড ভিজিল্যান্স সেল চালু করতে হবে।

১৬) কর্মী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি যথাযথ নজরদারির পাশাপাশি যন্ত্রপাতির সুরক্ষার ক্ষেত্রেও নজরদারি রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭) বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ের কাজকর্মে যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে হবে। পেশাদারিত্ব, দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণে সবরকম শৈথিল্য বর্জন করতে হবে। একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক বিভাগ চালু করতে হবে।

কর্মী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীঃ-

১) বেতন পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত আমাদের প্রদত্ত অমীমাংসিত দাবীসমূহের নিষ্পত্তি করা সহ অসংগতিগুলি দ্রুত দূর করতে হবে।

২) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মীকে কোম্পানীর নিজস্ব পেনশন প্রকল্পে রাখার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা চলবে না।

৩) কারিগরী ও অকারিগরী উভয় ক্ষেত্রের কর্মীদের সি.পি.এস. প্রথায় প্রমোশন পরবর্তী সাধারণ নিয়মে প্রমোশনের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি প্রণয়ন করে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোনরকম দীর্ঘসূত্রিতা ও টালবাহানা চলবে না।

৪) ২০ বৎসর চাকুরীকালকে পূর্ণ পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৫) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা খরচ প্রদান-এর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৯) কর্মচারীদের অবসরের দিনেই সমস্ত অন্তিম প্রাপ্য প্রদান সুনিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

১১) বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপনগরীসমূহে বিশেষভাবে সাগরদিঘি,ব্যান্ডেল ও সান্তালডিতে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২) জি পি এফ এর আওতাধীন কর্মীদের জন্য জি পি এফ ট্রাষ্টী বোর্ড, পেনশন ট্রাষ্টী বোর্ড এবং গ্র্যাচুইটি ট্রাষ্টী বোর্ড গঠন করতে হবে।

১৩) সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপনগরীর অসমাপ্ত কাজ (যেমন রাস্তা, নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি) অবিলম্বে শেষ করতে হবে।

১৪) সাগরদিঘি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় কোয়ার্টার নির্মান এর আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোলাঘাটে অব্যবহৃত এফ টাইপ ও এ টাইপ কোয়ার্টারগুলিকে বি টাইপে উন্নীত করতে হবে।

১৫) বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সদর কার্যালয়ে অবিলম্বে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬) নিগমে কর্মরত সকল পার্ট-টাইম ও ঠিকাদারের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনস্যুরেন্স, ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন, ই এস আই, সপ্তাহে ১ দিন সবেতন ছুটি প্রদান ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা সহ সমকাজে নিযুক্ত ঠিকা কর্মীদের স্থায়ী কর্মীদের সমান বেতন দিতে হবে। নিগমের সমস্ত বিদ্যু কেন্দ্রেই ঠিকা কর্মীদের বেতন চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১০-এ শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘসূত্রীতা ও টালবাহানার অবসান ঘটিয়ে অবিলম্বে নতুন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। শূন্য পদগুলিতে ঠিকা কর্মীদের নিয়োগ পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। স্থায়ী প্রকৃতির কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা চলবে না।

১৭) চিকিসা সংক্রান্ত দাবী।

আশাকরি, শিল্পস্বার্থ ও কর্মীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত দাবীসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনারবিশ্বস্ত

(দীপক রায়চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক